|  |
| --- |
| **খাদ্য মন্ত্রণালয়** |

**১.০ ভূমিকা**

**১.১ দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মন্ত্রণালয়ের গুরুত্ব:**

দেশের সকল জনগণের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য সরবরাহ করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। দেশের মোট জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য অংশ দরিদ্র ও নিম্নআয়ের এবং অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী। এই জনগোষ্ঠীর কথা বিবেচনায় রেখে তাদের জন্য খাদ্য সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে নারী বান্ধব কর্মসূচি, ওএমএস ও লক্ষ্যমুখী কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য (চাল ও আটা) বিতরণ ও খাদ্য বান্ধব কর্মসূচিতে শুভেচ্ছামূল্যে খাদ্যশস্য বিতরণের কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া, ভেজালমুক্ত ও নিরাপদ খাদ্য সহজলভ্যকরণ ও পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়নে অনুপুষ্টি-সমৃদ্ধ চাল সরবরাহ, জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। যার ফলে হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীসহ দরিদ্র নারী ও শিশু উপকৃত হচ্ছে।

**২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট নারী উন্নয়ন বিষয়ক আইন, নীতিমালা ও জাতীয় পরিকল্পনা দলিলের দিক-নির্দেশনা**

SDG Target ২.১-এ উল্লেখ রয়েছে যে, ২০৩০ সালের মধ্যে সকল মানুষ, বিশেষ করে, অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী, দরিদ্র জনগণ ও শিশুদের জন্য বিশেষ অগ্রাধিকারসহ বছরব্যাপী নিরাপদ, পুষ্টিকর ও পর্যাপ্ত খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করে ক্ষুধার অবসান ঘটানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। SDG Target ২.২- এ উল্লেখ রয়েছে যে, ২০২৫ সালের মধ্যে অনুর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী খর্বকায় ও রুদ্ধবিকাশ শিশু বিষয়ক আন্তর্জাতিকভাবে সম্মত সকল অভীষ্ট অর্জন এবং কিশোরী, গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী নারী ও বয়স্ক জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণসহ ২০৩০ সালের মধ্যে সকল ধরনের অপুষ্টির অবসান করতে হবে।

৩.০ **মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রণীত নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত আইন ও নীতিসমূহ**

খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় (ওএমএস) নীতিমালা- ২০১৫, খাদ্য বান্ধব নীতিমালা- ২০১৭, জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি- ২০২০ এবং জাতীয় খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা- ২০২০ অনুযায়ী সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বেষ্ঠনীর দ্বারা সকল মানুষ বিশেষত নারীর জীবন চক্রের নানা পর্যায়ের (যেমন- বয়স্ক, দীর্ঘকাল ধরে অসুস্থ, প্রতিবন্ধী) খাদ্য ও পুষ্টি প্রাপ্তি নিশ্চিতকল্পে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের একটি আইন, তিনটি বিধি ও নয়টি প্রবিধানমালা রয়েছে, যা দ্বারা খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়াস চালানো হচ্ছে। খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত হলে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে শিশু ও মাতৃ মৃত্যুহার হ্রাস পাবে।

**4.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের নারী উন্নয়নে প্রাসঙ্গিক কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রমসমূহ**

এ মন্ত্রণালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত উদ্দেশ্য হচ্ছে - ‘দরিদ্র বিশেষত নারী ও শিশুদের জন্য খাদ্য প্রাপ্তিতে অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ’। মধ্যমেয়াদে এ কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে দুঃস্থ নারী প্রধান ও অস্বচ্ছল পরিবারের সহায়তার জন্য খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়া, ওএমএস এর আওতায় স্বল্পমূল্যে খাদ্যশস্য বিক্রিসহ খাদ্যবান্ধব এবং ভিজিডি খাতে ৬টি অনুপুষ্টি-সমৃদ্ধ চাল সরবরাহ করা হচ্ছে। ত্রাণমূলক খাতে খাদ্যশস্য সরবরাহসহ চা শ্রমিক ও অনান্য সরকারি কর্মচারীদের রেশন বিতরণ করা হচ্ছে।

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ দেশব্যাপী ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩৯টি সেমিনার, ১২ টি উঠান বৈঠক (অর্থবছর শেষে ১২৮টি করা হবে), শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জনসচেতনতামূলক ১৩০টি কর্মসূচি, বস্তি ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীদের জন্য সচেতনতামূলক ৬৮টি কর্মসূচি সম্পাদন করা হয়েছে; যার ফলে নারীদের একটি বৃহৎ অংশ উপকৃত হচ্ছে।

**5.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার সম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ এবং নারী উন্নয়নে এর প্রভাব**

দেশে খাদ্য সংকট সৃষ্টি হলে নারী ও শিশুরা তুলনামূলকভাবে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্যের নিরাপত্তা মজুদ নিশ্চিত করা গেলে দরিদ্র ও দুঃস্থ নারী সংকটকালে স্বল্পমূল্যে নিজের পরিবারের জন্য খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হবেন। এ প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত অগ্রাধিকার কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ :

১. অভ্যন্তরীণ উৎস হতে খাদ্যশস্য (ধান, চাল ও গম) সংগ্রহ

২. নিজস্ব সম্পদ দ্বারা খাদ্যশস্য (চাল ও গম) আমদানি

৩. খাদ্যশস্যের মজুদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক ও মানসম্মত খাদ্য গুদাম, সাইলো ও অবকাঠামো নির্মাণ এবং বিদ্যমান খাদ্যগুদাম ও অন্যান্য অবকাঠামো মেরামত

৪. দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ন্যায্যমূল্যে খাদ্য সরবরাহ

নারী উন্নয়নে এসব কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের খোলাবাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় (OMS) একটি নারীবান্ধব কর্মসূচি। দুঃস্থ নারীরা সরাসরি স্বল্পমূল্যে খাদ্যশস্য ক্রয়ের সুযোগ পান। এতে তাদের খাদ্য নিরাপত্তা ও আয়বর্ধক কর্মে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পায়। খাদ্যবান্ধব কর্মসূচীর মাধ্যমে চাল বিতরণের ক্ষেত্রে গ্রামের বিধবা/তালাক প্রাপ্তা/স্বামী পরিত্যাক্তা/অস্বচ্ছল বয়স্ক নারী প্রধান পরিবার এবং যেসব দু:স্থ পরিবারে শিশু বা প্রতিবন্ধী রয়েছে তাদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়। খাদ্যশস্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে পারলে দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী, যারা নারী, তারা সরাসরি উপকৃত হবে।

**6.০ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ এবং মোট বাজেটে নারীর হিস্যা**

**6.১** বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষে নিয়োজিত মোট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে প্রায় ২০% নারী নিয়োগ নিশ্চিত করা হয়েছে। ফলে নিয়োজিত নারী কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ সামগ্রিক অর্থনীতিতে অবদান রাখার সুযোগ পাচ্ছেন। এছাড়া, খাদ্য অধিদপ্তর পরিচালিত খাদ বান্ধব কর্মসূচিতে অর্ন্তভূক্ত ৫০ লক্ষ উপকারভোগী পরিবারের মধ্যে ১৭ লক্ষ নারী প্রধান পরিবার রয়েছে। আবার, ওএমএস কর্মসূচিতে স্বল্পমূল্যে খাদ্য গ্রহীতাদের মধ্যে নারী আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। এ খাদ্য সহায়ক কর্মসূচি দ্বারা নারীরা সরাসরি উপকৃত হচ্ছেন। এছাড়াও নিম্নেবর্ণিত প্রকল্প/উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে জুন, ২০২৩ নাগাদ সরকারি পর্যায়ে খাদ্য শস্যের সংরক্ষণক্ষমতা প্রায় ২৮.০০ লক্ষ মে:টনে উন্নীত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে:

| **ক্র. নং** | **প্রকল্প/উন্নয়ন কর্মসূচির নাম** | **নারীর অংশগ্রহণ** |
| --- | --- | --- |
| ০১ | 'আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ' প্রকল্প | প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজে প্রায় ২৫% নারীর অংশগ্রহণ থাকে। |
| ০২ | 'সারাদেশে পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত ও নতুন অবকাঠামো নির্মাণ' প্রকল্প | প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজে প্রায় ২৫% নারীর অংশগ্রহণ থাকে। |
| ০৩ | 'খাদ্য শস্যের পুষ্টিমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রিমিক্স কার্নেল মেশিন ও ল্যাবরেটরী স্থাপন এবং অবকাঠামো নির্মাণ' প্রকল্প | প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজে প্রায় ২৫% নারীর অংশগ্রহণ থাকে। |
| ০৪ | রাজস্ব বাজেটের আওতায় গুদাম ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ ও মেরামত কাজ | নির্মাণ ও মেরামত বাস্তবায়ন কাজে প্রায় ২০% নারীর অংশগ্রহণ থাকে। |

**6.২** **ওএমএস এবং খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য বিতরণের পরিমাণ ও উপকারভোগী নারী ও পুরুষের হার:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **খাতসমূহ** | **অর্থবছর** | **বিতরণের পরিমাণ (মে.টন)** | **মোট উপকারভোগীর সংখ্যা (লাখ)** | **উপকারভোগীর শতকরা হার** |
| **মহিলা** | **পুরুষ** |
| **ওএমএস** | **২০২০-২০২১** | **৪,২৯,০১২** | **২১.৪৫** | **৫২** | **৪৮** |
| **২০২১-২০২২ (৩১.০৩.২০২২ খ্রি)** | **৭,৪২,৩২০** | **৫৩.০২** | **৫২** | **৪৮** |
| **খাদ্যবান্ধব** | **২০২০-২০২১** | **৭,৪২,০০০** | **৪৯.৫৭** | **৩৪.৫০** | **৬৫.৫০** |
| **২০২১-২০২২ (৩১.০৩.২০২২ খ্রি)** | **৬,০০,২২৪** | **৫০.১০** | **৩৪.৫০** | **৬৫.৫০** |

**6.৩** **মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটে নারীর হিস্যা:**

(কোটি টাকায়)

| **বিবরণ** | **বাজেট 20২3-24** | **সংশোধিত 2022-২3** | **বাজেট 2022-২3** | **প্রকৃত 2021-22** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্রঃ আর.সি.জি.পি. ডাটাবেইজ

**7.০ বিগত তিন বছরে নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI) সমূহের অর্জন**

মন্ত্রণালয়ের অন্যতম একটি প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক হচ্ছে 'নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নতি করা' এবং 'দরিদ্রদের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে খাদ্যশস্যের প্রাপ্তি নিশ্চিত করা'। নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নতি করার জন্য অনুপুষ্টিসমৃদ্ধ চাল সরবরাহ করা হচ্ছে। এ লক্ষে প্রিমিক্স কার্নেল মেশিন ও ল্যাবরেটরী স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। দরিদ্রদের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে খাদ্যশস্যের প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য ওএমএস খাতে বরাদ্দ ২০২১-২২ অর্থবছরে ০4 (চার) লক্ষ ২০ (বিশ) হাজার মেট্রিকটন বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং এ কার্যক্রম উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত করা হয়েছে।

**8.0 বিগত অর্থবছরে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র ও উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ:**

**8.১ বিগত অর্থবছরে জেন্ডার প্রতিবেদনে নারী উন্নয়নে সুপারিকৃত কার্যাবলির অগ্রগতি:**

| **ক্রমিক নং** | **বিগত বছরের সুপারিশকৃত কার্যাবলী** | **অগ্রগতি** |
| --- | --- | --- |
| ০১ | নারীর জন্য নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা | ঝিনাইদহ জেলায় প্রায় ২০০ গৃহকর্মীকে নিয়ে সচেতনতামূলক সেমিনার আয়োজন করা হয়; যার ফলে নারীদের একটি বৃহৎ অংশ উপকৃত হয়েছে।  |
| ০২ | দুঃস্থ নারীর চাহিদা ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা | দেশের দরিদ্র, অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা গড়ে তোলার জন্য প্রতিটি পরিবারকে ৭০ লিটার ধারণক্ষমতার কম/বেশি ৫৫ কেজি চাল সংরক্ষণ উপযোগী মোট ৩ লক্ষ পারিবারিক সাইলো বিতরণ করা হয়েছে। |
| ০৩ | **খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন প্রক্রিয়ায় পরিকল্পনা, তত্ত্বাবধান ও বিতরণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা** | দেশের দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় পরিবার পর্যায়ে খাদ্যশস্য সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার (House Hold Silo) ৫ লক্ষ পারিবারের মধ্যে বিতরণের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে ২,৩৮,৩৬৫টি বিতরণ করা হয়েছে। |
| ০৪ | **ওএমএস ও খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি কার্যক্রমকে আরো সম্প্রসারণ ও নারী উন্নয়ন লক্ষ্যভিত্তিক করা** | OMS **বা খোলা বাজারে বিক্রয় কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে স্বল্পমূল্যে খাদ্যশস্য বিক্রয় করা হয়। আর এ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশই হচ্ছে নারী। ফলে** OMS **কার্যক্রমের মাধ্যমে খাদ্য মন্ত্রণালয় স্বল্প আয়ের নারীদের খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করছে; এটি একটি নারীবান্ধব কার্যক্রম।** |

**8.২** মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারী উন্নয়নে বিগত তিন বছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য:

খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার প্রকল্পের আওতায় দেশের দুর্যোগপ্রবণ ১৯টি জেলার ৬৩টি উপজেলায় ৫ লক্ষ পারিবারিক সাইলো বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমে উপকারভোগী হিসেবে প্রায় ২৭% নারী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়া, প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজে ২৫% নারীকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

**খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৮.৮৭ লাখ মে.টন চাল বিতরণ করা হয়েছে এবং ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে এ কার্যক্রম চলমান রয়েছে । উপকারভোগীদের অধিকাংশই নারী।**

ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (DFID, USAID) এর আর্থিক সহযোগিতায় Food and Nutrition Security Program for Bangladesh নামে একটি কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উক্ত প্রোগ্রামের SUCHANA কম্পোনেন্টের আওতায় সিলেট ও মৌলভীবাজার জেলায় নারী (Lactating and Pregnant Women), শিশু ও কিশোরীদের পুষ্টির উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

এছাড়া, Call for Proposal (CfP) কম্পোনেন্টের আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রামসহ কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, রংপুর, নীলফামারী, জামালপুর ও শেরপুর জেলায় এবং উপকূলীয় জেলা বাগেরহাটে স্থানীয় পর্যায়ে অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিশেষত নারী ও শিশুদের পুষ্টিরমান উন্নয়নে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সরাসরি তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন INGOs/NGO কর্তৃক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

**8.৩** মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট কাজের ক্ষেত্রে নারীর জীবনমানের উন্নয়ন

দেশে খাদ্য সংকট সৃষ্টি হলে নারী ও শিশুরা তুলনামূলকভাবে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্যের নিরাপত্তা মজুদ নিশ্চিত করা গেলে দরিদ্র ও দুঃস্থ নারী সংকটকালে স্বল্পমূল্যে নিজের পরিবারের জন্য খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হবেন। মহিলা ও শিশুদের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণের মাধ্যমে তাদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত তথা জীবনযাত্রার মান উন্নীত হবে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের খোলাবাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় (OMS) একটি নারীবান্ধব কর্মসূচি। দুঃস্থ নারীরা সরাসরি স্বল্পমূল্যে খাদ্যশস্য ক্রয়ের সুযোগ পান। এতে তাদের খাদ্য নিরাপত্তা ও আয়বর্ধক কর্মে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পায়। খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির মাধ্যমে চাল বিতরণের ক্ষেত্রে গ্রামের বিধবা/তালাক প্রাপ্তা/স্বামী পরিত্যক্তা/অস্বচ্ছল বয়স্ক নারী প্রধান পরিবার এবং যেসব দুঃস্থ পরিবারে শিশু বা প্রতিবন্ধী রয়েছে তাদের অগ্রাধিকার দেয়া হয় । খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা গেলে দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী, যারা নারী, তারা সরাসরি উপকৃত হবে। খাদ্য সংরক্ষণাগারের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি যথা খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি ও খোলাবাজারের চাল/আটা বিক্রি বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। এই সকল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি অর্থাৎ খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি ও খোলাবাজারে চাল/আটা বিক্রি কর্মসূচির অর্ধেক ভোক্তাই দেশের নারী সমাজ। নারীদের খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত হলে তারা কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরাসরি ভূমিকা রাখবে।

8.৪ একজন নারীর সাফল্যগাঁথা

|  |
| --- |
| হামিদা বেগম (বয়স ২০ বছর) সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার গাবুরা ইউনিয়নের বাসিন্দা। ইউনিয়নটি উপকূলীয় এবং দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় হওয়ায় প্রায় প্রতি বছরই সেখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হানা দেয়। ক্ষেতের ফসল, ঘর-বাড়ি, গবাদিপশু, বন্যার পানিতে ভেসে যায়। প্রায় প্রতি বছরই এলাকার মানুষ নিঃস্ব হয়ে পড়ে। এক বেলা খেয়ে বা অর্ধপেট খেয়ে দিন যাপন করে। হামিদা বেগম ছিলেন তেমনই একজন। হামিদা বেগমের পরিবারের সদস্য মোট তিন জন। স্বামী, এক সন্তান এবং তিনি নিজে। দুর্যোগকালে তার স্বামীর কোন কাজ থাকে না। ফলে তাকে আয়হীন থাকতে হয়। হামিদা বেগম খাদ্য বান্ধব কর্মসূচির আওতায় দশ টাকা কেজি দরে চাল পান। খাদ্য মন্ত্রণালয় থেকে তাকে একটি পারিবারিক সাইলো প্রদান করা হয়েছে। তিনি দূর্যোগ শুরু হওয়ার তিন মাস আগে হতে সাইলোতে চাল জমা করেছেন। বর্তমানে দুর্যোগকালীন হামিদা বেগম খাদ্য মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সাইলোতে জমাকৃত চাল হতে পরিবারের দুই বেলা খাবারের ব্যবস্থা করতে পারেন। যার দ্বারা তিনি প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সময়ে ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছেন। |

**9.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* নারীর জন্য নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা;
* দুঃস্থ নারীর চাহিদা ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা;
* খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন প্রক্রিয়ায় পরিকল্পনা, তত্ত্বাবধান ও বিতরণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
* খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নারীর ভূমিকা, অবদান, মূল্যায়ণ ও স্বীকৃতি প্রদান করা;
* সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমকে আরো নারীবান্ধব করা এবং সুরক্ষার জন্য কর্মকৌশল প্রবর্তন করা;
* দুঃস্থ নারীদের চিহ্নিতকরণ ও খাদ্য বিতরণের ক্ষেত্রে স্থানীয় নারী জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করা;
* ওএমএস ও খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি কার্যক্রমকে আরো সম্প্রসারণ ও নারী লক্ষ্যভিত্তিক করা;
* খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থায়/ মাঠ পর্যায়ের অফিসে ডে-কেয়ার সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা;
* নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য গৃহীত খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে বরাদ্দকৃত অর্থের সুফল পাওয়ার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ভিত্তিতে এ কার্যক্রমে ১ কোটি টাকা সংস্থান রাখা যায়;
* নারীদের জন্য ব্রেস্ট ফিডিং কক্ষ, শিশুদের জন্য ডে কেয়ার, পর্যাপ্ত প্রার্থনা কক্ষ, ওয়াশরুম ও জেলা কার্যালয়ের নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যাতায়াতের সুব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। ৮ মার্চ নারী দিবস যথাযথভাবে পালনপূর্বক সর্বক্ষেত্রে সার্বক্ষণিক নারীদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ চর্চা, যথাযথ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক নারী ক্ষমতায়ন দৃঢ়করণ।